মহান মে দিবস ২০১০

ভূমিকা:

১৫ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশের অর্ধেকেই নারী। এই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান অপরিসীম। অতীতে আমাদের দেশের নারীদের ভূমিকা ছিল স্ত্রী , মা বা গৃহিনী হিসেবে। কিন্তু আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে নারী আর কোন নির্দিষ্ট গন্ডির ভিতর আবদ্ধ না থেকে পুরষের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করছে।দেশে এবং বিদেশের সরকারী , আধাসরকারী , বেসরকারী, প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী আজ তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত নারীর পাশাপাশি অল্পশিক্ষিত নারীরাও দেশে ও বাইরে সমানভাবে অবদান রাখছে এবং দেশমাতার সেবা করছে। কিন্তু এতসব মেধা এবং বিচক্ষনতা থাকা সত্বেও নারী আজ যৌতুক , এসিড প্রভৃতি কতৃক নির্যাতনের শিকার। যা নারীর আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায়। নারীরা আজ তাদের কাজের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। তারা সব দিক থেকেই দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে । তাই ১লা মে আর্ন্তজার্তিক মে দিবসকে সামনে রেখে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ও কল্যাণে নারী সমাজকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের শ্রমের মূল্য , অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আলোচনার বিষয়বস্তুঃ

পুরো অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। মানববন্ধন ও আলোচনা সভা । মানববন্ধন কার্যক্রম সকাল ৮.৩০ ঘটিকা থেকে শুরু হয়ে সকাল ১০.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে । এরপর আলোচনা পর্বটি সকল অতিথিদের উপস্থিতিতে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুরু হয়ে দুপুর ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। বমসার পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম প্রধান অতিথি সহ বিশেষ অতিথিদের আসন গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ডিসিএ ,প্রধান কর্মকর্তা মিসেস্ হাসিনা এ ইনাম কে পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেন। প্রথমেই বমসার,জেনারেল সেক্রেটারী মিস্ এস কে রোমানা তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন । একে একে বিশেষ অতিথিরা তাদের বক্তব্য পেশ করেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায়, সচেতনতা বৃদ্ধি , দক্ষতা প্রশিক্ষনের মেয়াদ বাড়ানো যেন বিদেশে গিয়ে তাদেরকে আবার ফিরে আসতে না হয়, ভাষার দক্ষতা বাড়ানো , দালালদের দৌরাত্ত বন্ধ করা প্রভৃতি। বমসার চেয়ারম্যান লিলি জাহান জোরালো দাবী করেন যে অভিবাসী শ্রমিকদের মনিটরিং করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যেন লোক নিয়োগ করা হয়। সিডিটি এর এক কর্মকর্তা বলেন নারী শ্রমিকের পাশাপাশি ৭০ লক্ষ প্রতিবন্ধী নারীদের দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিবাসী নারী শ্রমিকরা যেন আর যৌন নীপিড়নের স্বীকার না হয় সেজন্য জোরালো দাবি পেশ করা হয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যেন তাদের কাজের সমমজুরী পায় তারও দাবী জানানো হয়। ওয়ারবি পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম বলেন মানুষকে আর যেন পণ্য হিসেবে বিদেশে পাঠানো না হয়। বিএমইটি পরিচালক ডঃ নুরুল ইসলাম বলেন অবস্থার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আরও জানান নারী শ্রমিকরা সরকারীভাবে মাএ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকায় বিদেশে যেতে পারেন। বিএমইটি এর নীচ তলায় সর্ব সাধারনের জন্য ২৪ টি তথ্য ডেস্ক খোলা হয়েছে যেখানে বিদেশে গমনেচ্ছুক সবাই সব ধরনের তথ্য জানতে পারবে। বমসার পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম দাবী করেন, যে সকল অভিবাসী শ্রমিক এক বছর বিদেশে থাকার পর ফেরত এসেছে তাদের যেন পুন:রায় ট্রেনিং দিতে না হয়। সকলের প্রশ্নের উত্তরে উপ-সচিব মো: কাজী আবুল কালাম বলেন সবার আগে আমাদের আত্মশুদ্ধির দরকার। তিনি তাঁর দৈন্যতার কথা প্রকাশ করে বলেন একটা কাজ করতে গেলে অনেক নিয়ম ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তারপরও তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন গত ৩০/০৪/২০১০ অনুষ্ঠিতব্য মিটিংএ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এক বছর কর্মরত ফেরত অভিবাসী শ্রমিকদের পুন:রায় কোন প্রশিক্ষন নিতে হবে না। তিনি আরও জানান যে,সম্প্রতি শ্রম ও কল্যান মন্ত্রী গৃহকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আই এল ও এর কনভেনশন এ স্বাক্ষর করেন। ১৯৯০ এর কনভেনশন রেটিফিকেশন ও অন্যান্য ব্যাপারে তিনি সকলকে আশ্বাস দেন। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন কোন অভিবাসী নারী শ্রমিক যৌন নীপিড়নের স্বীকার হলে , সে দেশের সরকার সেই গৃহকর্তাকে সারা জীবনের জন্য গৃহকর্মচারী দেয়া নিষিদ্ধ করে দেয় । এরকম আয়োজন করার জন্য তিনি বমসার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । সবশেষে উপ-সচিব মহোদয়ের কাছে আলাদাভাবে অভিবাসী মন্ত্রনালয় করার প্রস্তাব রাখা হয় ও আলাদা ভাবে যেন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা সভাটি সফল হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- গনমাধ্যম এবং জনসাধারনের অংশগ্রহনে নারী-পুরষ নির্বিশেষে সকল অভিবাসী শ্রমিকের সম অধিকার নিশ্চিত করা।
- নারী শ্রমিকের কাজের সঠিক পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকার নিশ্চিত করা ।
- জাতিসংঘ সনদ ১৯৯০ এর অনুসমর্থনে সরকার তথা প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা।
- অভিবাসী শ্রমিকের জন্য প্রণীত জাতীয় নীতিমালা বাস্ড়বায়ন।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ:

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

১) প্রবাসফেরত অভিবাসী নারী শ্রমিক
২) বিভিন্ন অভিবাসী সংগঠন
৩) এনজিও ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও
৪) গনমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ ।
৫) সরকারী কর্মকর্তাগন

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- গৃহ কর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রম ও কল্যান মন্ত্রীর আই,এল,ও, এর কনভেনশন এ স্বাক্ষর
- এক বছর কর্মরত ফেরত অভিবাসী শ্রমিকদের পুন:রায় কোন প্রশিক্ষন নিতে হবে না।
- অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- জাতিসংঘ সনদ ১৯৯০ এর অনুসমর্থনে সরকারের উদ্দ্যেগ গ্রহন
- অতিরিক্ত সচিব মহোদয় এবং সংশিণ্ডষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতি
- গৃহ কর্মকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ।